সংবাদ

তারিখ ... 27 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিক সমাপনীর ফলেও দুর্নীতি এ পরীক্ষাটি বন্ধ করা হচ্ছে না কেন

প্রাথমিক শিক্ষায় টাকায় মিলছে 'জিপিএ-৫'। পরিবর্তন হচ্ছে 'গ্রেড'। শিক্ষা কর্মকর্তা ও অভিভাবকরা অর্থের বিনিময়ে নম্বর পরিবর্তন করছেন; এতে শিশুদের পাবলিক পরীক্ষার গ্রেড পরিবর্তন হচ্ছে। রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই শিশুদের এ ধরনের দুর্নীতিতে জড়ানো হচ্ছে। পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় টাকার বিনিময়ে নম্বর বা জিপিএ বাড়িয়ে দেয়ার প্রমাণও পেয়েছে সরকার। শিশুদের এ ধরনের অনৈতিক কাজে নিমজ্জিত করতে শুধু ঢাকায় বেশ কয়েকটি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে বলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

গত রোববার সংবাদ-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বিগত বছরের মতো এবারও এ ধরনের জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে রাজধানীর কয়েকটি স্কুলে। নম্বর টেম্পারিংয়ের জন্য একটি থানার শিক্ষা কর্মকর্তাসহ কয়েকজনকে কারণ দর্শানো নোটিশও দেয়া হয়েছিল। তবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) অসাধু কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় অপরাধীরা রেহাই পেয়ে গেছেন।

শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মানোন্নয়নের নিশ্চয়তা না থাকলেও শিক্ষা জীবনের শুরুতেই এক অসম ও অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে কোমলমতি শিশুরা। অথচ পঞ্চম শ্রেণীতে জিপিএ বা গ্রেডনির্ভর পাবলিক পরীক্ষা নেয়ার কথা শিক্ষা নীতিতে বলা নেই। ২০০৯ সালে কোনরকম গবেষণা, সম্ভাব্যতা এবং ফলাফলের তোয়াক্কা না করে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ওপর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী নামে একটি অদ্ভুত পরীক্ষা চাপিয়ে দেয়া হয়। বলা হয়েছিল, এর ফলে শিক্ষার শনৈঃশনৈঃ উন্নতি হবে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল যখন ছাপা হয়, তখনই আমাদের শোনানো হয়, প্রায় সব শিক্ষার্থীর মেধা আর মননের প্রভূত উন্নতি হচ্ছে। প্রতি বছরই জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়ছে বৈকি। তবে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য তো শুধু জিপিএ-৫ পাওয়া নয়। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ভিত্তি মজবুত হচ্ছে তো? প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে তো শিক্ষার্থীরা?

বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীর জন্য পরীক্ষা নয়; পরীক্ষার জন্যই যেন ছাত্রছাত্রী। বিশেষ করে ক্লাস ফাইভের পরীক্ষাটা শুধু শিক্ষার্থী নয়, তাদের অভিভাবক ও শিক্ষক এবং দেশের সচেতন সব নাগরিককে বিষম পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে। এ জিপিএ এবং সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রতিযোগিতার কারণেই অভিভাবকরা যারা জিপি-৫ এর দৌড়ে দৌড়াচ্ছেন তাদের অনেকেই নিজেরা দুর্নীতি করছেন এবং সন্তানদের দুর্নীতিতে নিমজ্জিত করছেন। বিশেষজ্ঞ মহল শুরু থেকেই অন্তত পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষাটি তুলে দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কেন সেদিকে কোন নজর দেয়া হচ্ছে না সেটাই প্রশ্ন। সরকার বলছে, 'অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা করার প্রস্তুতি নেয়া হয়নি। তাই প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে নেয়া সম্ভব নয়। অতএব, সেটা পঞ্চম শ্রেণীতে নিতে হচ্ছে।'

পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষার কারণে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকদের যে হয়রানি ও দুর্ভোগ, তার কোন প্রতিকার হয়নি। এজন্য কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগও চোখে পড়ে না। অথচ এসব কিছু এড়িয়ে অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ষা না নিতে পারার অজুহাত খাড়া করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, পঞ্চম শ্রেণীতে একটা পাবলিক পরীক্ষা নেয়া কি সরকারের জন্য 'ফরজ' হয়ে গেছে? এটা তো সরকারের কোন নির্বাচনী অঙ্গীকার কিংবা জনগণের কোন দাবি ছিল না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এতসব অসঙ্গতি দেখেও চোখে ঠুলি এঁটে বসে আছে। আর এই অব্যবস্থাপনার সুযোগে অসাধু শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মকর্তারা নানা প্রক্রিয়ায় টাকা বানাচ্ছেন।

কোমলমতি শিশুদের রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে পঞ্চম শ্রেণীতে জিপিএ নির্ভর সার্টিফিকেট পরীক্ষা বন্ধ করতে হবে। রেজাল্ট পরিবর্তনসংক্রান্ত জালিয়াতির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এ ধরনের অনিয়ম যেন আর না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে নানারকম গবেষণা করে শিশুদের বারবার 'গিনিপিগ' বানানোর কোন যুক্তি নেই। এ ব্যাপারে শিক্ষানীতি অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়। পঞ্চম শ্রেণীতে প্রয়োজনে বছর শেষে একটি সমাপনী পরীক্ষা থাকতে পারে, তবে সেটার সনদে জিপিএ পদ্ধতির প্রচলনটাই উঠিয়ে দেয়া উচিত।